কলকাতা হাই কোর্ট

সম্মাননীয় বিচারক**: চিত্ত রঞ্জন দাশ, পার্থ সারথি সেন, বিচারপতিগণ**

আব্দুল শেখ বনাম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকার

সি আর এ ৩৩৩/১৯৯২, ০৮/১২/২০২২.- তারিখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

দণ্ডবিধি (1860 সালের 45), ধারা 302, ধারা147, ধারা148, ধারা149বেআইনি সমাবেশ ও হত্যা-প্রমাণের স্বীকৃতি-মারাত্মক অস্ত্রধারী অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বেআইনি সমাবেশ করে এবং মৃত ব্যক্তি ও তার পরিবারের সদস্যের উপর সহিংসতা চালায়, যার ফলে মৃতের মৃত্যু হয়-সরকার পক্ষের সাক্ষীরা সাক্ষ্য দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তিরা বেআইনি সমাবেশ করে এবং মৃত ব্যক্তিকে মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে-মৃত এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে টানাপোড়েনের সম্পর্ক ছিল-মেডিকেল প্রমাণগুলি মৃত্যুর কারন হিসেবে প্রাক-মৃত্যুর আঘাত এবং নরহত্যার প্রকৃতির বিষয়টি প্রমাণ করে-চাক্ষুষ প্রমাণগুলি মেডিকেল প্রমাণের সাথে সমর্থিত- দোষী সাব্যস্তটি যথাযথ।

(অনুচ্ছেদ ১২,১৬)

উদ্‌ধৃত মামলাঃ	**সংখ্যানুক্রমিক অনুচ্ছেদগুলি**
এ আই আর অনলাইন ২০১০ এসসি ৪৬১	অনুচ্ছেদ নং (১৮)
এ. আই. আর ২০০৯ এস. সি ৯৫৮:২০০৯ এ. আই. আর এস সি.ডব্লিউ ২৫	অনুচ্ছেদ নং (১৭)

আইনজীবীদের নাম

বাদীর পক্ষে পার্থ সারথি ভট্টাচার্য, শ্রীমতি স্বর্ণালী সাহা; প্রতিবাদীর পক্ষে প্রসুন কুমার দত্ত, মহ. কুতুবুদ্দিন, শান্তনু দেব রায়।

1.**পার্থ সারথি সেন, জে।- বর্তমান** আবেদনটি এস.টি নং III/আগস্ট1992 থেকে উদ্‌ভূত হয় (যা দায়রা মামলা নং.১১/ডিসেম্বর ১৯৯১ থেকে উদ্‌ভুত) যেখানে বিজ্ঞ বিচার আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির 149 ধারার সাথে পঠিত ১৪৭/১৪৮/৩০২ ধারার অধীনে বর্তমান আপিলকারীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং এইভাবে তাদের উক্ত বিতর্কিত রায়ে উল্লিখিত সময়ের জন্য কঠোর কারাদণ্ড এবং জরিমানার জন্যও দণ্ডিত করে।আবেদনকারীরা ক্ষুব্ধ বোধ করেছিলেন এবং তাই বর্তমান পুনর্বিবেচনার আবেদনটি দাখিল করেছিলেন।

2. বর্তমান আপিলের কার্যকর নিষ্পত্তির জন্য উপরোক্ত দায়রা বিচার শুরু করার দিকে পরিচালিত তথ্যগুলি একটি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা প্রয়োজন।

3. ২৩.০৭.১৯৮৫ তারিখে করিমপুর থানার অধীন বেনিয়াকান্তির ধনঞ্জয় মণ্ডল নদিয়া জেলার করিমপুর থানায় এসে এজাহার দিয়ে জানান যে, আগের রাতে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ তিনি, তাঁর তিন বোন, দুই ভাই এবং তাঁর বাবা-মা তাঁদের বাড়িতে ঘুমাচ্ছিলেন।তিনি

আরও বলেন যে, রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ ২০/২৫ জন লোক 'দা', হাঁসুয়া', লাঠির মত অস্ত্র ও টর্চ নিয়ে তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তার বাবাকে ডাকতে শুরু করে এবং সেই সময় তারা অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করছিল।এটি তাঁর আরও বর্ণনা যে উক্ত টর্চের আলোকে তিনি তাঁর গ্রামের রুহুল শেখের পুত্র আব্দুল শেখ ওরফে ভাদু এবং স্বর্গত সাবের শেখের পুত্র আবু সামেদ কে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন। তিনি আরও বলেন যে আবু সামেদ তার বাবাকে 'হাঁসুয়া' দিয়ে আক্রমণ করতে শুরু করে এবং তার মা তার বাবাকে রক্ষা করার চেষ্টা করে।তাঁর আরও বক্তব্য হল, তিনি এবং তাঁর মা ও বোনেরা যখন শোরগোল ফেলেছিলেন, তখন দুষ্কৃতীরা তাঁদের হুমকি দিয়েছিল। কিছুক্ষণ পর অভিযুক্ত দুষ্কৃতীরা তাদের বাবাকে আহত অবস্থায় রেখে তাদের দুটি মহিষ সহ ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়।তাদের প্রস্থানের সময় উক্ত দুষ্কৃতীরা বোমা নিক্ষেপ করে।তিনি আরও বলেছিলেন যে এরপরে কখনও কখনও সহ-গ্রামবাসীরা তাদের বাড়িতে আসত এবং তারপরে তাঁর বাবাকে তাঁর আত্মীয় প্রশান্ত বিশ্বাস ও জিতেন মণ্ডল এবং তাঁর কয়েকজন সহ-গ্রামবাসী যেমন ফকির শেখ ও পচা শেখ করিমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেছিলেন। এটি তাঁর আরও বর্ণনা যে হাসপাতালে যাওয়ার পথে তাঁর বাবা তাঁর আঘাতের কারণে মারা যান।

4. তাঁর ইজাহারে তথ্যদাতা আরও উল্লেখ করেছেন যে, ১৯৮৩ সালে আব্দুল সেখ তার বাবাকে একটি হত্যা মামলায় মিথ্যাভাবে জড়িয়েছিল যার জন্য তার বাবাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য হেফাজতে থাকতে হয়েছিল।এই কারণে উক্ত আব্দুল শেখ ও উক্ত তথ্যদাতার পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মতবিরোধ ছিল।

5.এই অভিযোগের ভিত্তিতে করিমপুর থানার মামলা নং ১৫ , ২৩.০৭.১৯৮৫ তারিখে শুরু হয়েছিল।তদন্ত শুরু হয় এবং উক্ত তদন্ত শেষ হওয়ার পর বর্তমান আপিলকারীসহ পাঁচ অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।ট্রায়াল কোর্ট রেকর্ড প্রকাশ করে যে পরবর্তীকালে মামলাটি দায়রা আদালতের কাছে প্রেরণ করা হয়েছিল যিনি তার ১২.০৩.১৯৯২ তারিখের আদেশে উক্ত মামলাটি বিচার ও নিষ্পত্তির জন্য মাননীয় ট্রায়াল কোর্টে স্থানান্তর করেছিলেন।নিম্ন আদালতের রেকর্ড আরও প্রকাশ করে যে ০৯.০৭.১৯৯২ তারিখে বিচারিক আদালত তাঁর সামনে উপস্থাপিত সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেন এবং তারপরে আব্দুল শেখ, আবু সামেদ, মান্নান শেখ @ মনো এবং হাকসুদ্দিন শেখ নামে চার অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 149 ধারা সহ ১৪৭/১৪৮/৩০২ধারার অধীনে অভিযোগ গঠন করে। যেহেতু উপরোক্ত চারজন ব্যক্তি তাদের নির্দোষ হওয়া দাবি করেছিলেন, তাই বিচার এগিয়ে যায়।

6. অভিযুক্তদের আদালতে হাজির করার জন্য সরকার পক্ষ মোট 11 জন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করেছে এবং সরকার পক্ষের পক্ষ থেকে কিছু নথি পেশ করা হয়েছে।

7. বর্তমান আপিলের কার্যকর নিষ্পত্তির জন্য আমরা প্রাসঙ্গিক সরকার পক্ষের সাক্ষীদের মৌখিক প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করব।

8. পি. ডব্লিউ. 1 তাঁর প্রধান পরীক্ষার সময় তথ্যদাতা হিসাবে বলেছিলেন যে সাত বছর

আগে শ্রাবণ মাসে রাত 12টা নাগাদ তাঁর বাবাকে হত্যা করা হয়েছিল।আরও বলা যায় যে, প্রাসঙ্গিক দিন ও সময়ে তিনি (পিডব্লিউ1) এবং তাঁর বাবা তাঁদের বাড়ির পূর্বদিকে অবস্থিত একই 'বারান্দায়' ঘুমাচ্ছিলেন এবং সেই সময় প্রায় 25 জন লোক তাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাঁরা তাঁদের বাবাকে নোংরা ভাষায় কথা বলতে শুরু করেন।তাঁর আরও সংস্করণে তিনি লক্ষ্য করেন যে আব্দুল এবং আবু সামেদ তাঁর বাবাকে 'হাঁসুয়া' দিয়ে আক্রমণ করেছিলেন।তিনি আরও বলেছিলেন যে দুষ্কৃতীদের দ্বারা ফোকাস করা টর্চের আলোতে তিনি উক্ত দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিনতে পেরেছিলেন।তিনি বলেছিলেন যে টর্চের আলো দেয়ালে প্রতিফলিত হয় এবং এই প্রতিফলনের উপর তিনি দুষ্কৃতীদের চিনতে পারেন।তিনি আরও বলেছিলেন যে এরপরে দুষ্কৃতীরা তাদের দুটি মহিষ নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়।তিনি আরও বলেন, এরপর তাঁরা গ্রামের মানুষের সহায়তায় গাড়ির ব্যবস্থা করেন এবং তাঁর বাবাকে করিমপুর হাসপাতালে নিয়ে যান।তিনি আরও বলেছিলেন যে তার বাবা অভিযুক্ত দাউদের শ্যালক হত্যার মামলায় অভিযুক্ত ছিলেন।তিনি আরও বলেন, বর্তমান দুই আবেদনকারী তাঁর গ্রামের বাসিন্দা কিনা।তিনি আরও বলেছিলেন যে থানা থেকে ফিরে আসার পরে তিনি তার মায়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন যে তিনি মান্নান এবং মানিক নামে আরও দুই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে চিনতে পারেন।

9. তাঁর জেরা চলাকালীন তিনি বলেন যে অভিযুক্ত আব্দুল শেখ একটি মিথ্যা হত্যা মামলায় তার বাবাকে পুলিশের কাছে গ্রেপ্তার করিয়েছিল এবং তারপর থেকে অভিযুক্ত আব্দুল শেখের বিরুদ্ধে তাদের খারাপ অনুভূতি ছিল। শেখ সরকার পক্ষের পিডব্লিউ ২ এর মতে ভুক্তভোগীর স্ত্রী হওয়ার কারণে তিনি এই ঘটনার আরেক চাক্ষুষ সাক্ষী।তাঁর প্রধান পরীক্ষা চলাকালীন তিনি আরও বলেছিলেন যে সাত বছর আগে ৬ই শ্রাবণে তাঁর স্বামীকে হত্যা করা হয়েছিল।তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রাসঙ্গিক রাত ও মধ্যরাতের প্রায় 12 টায় আন্দাজ ২০/২৫ জন ব্যক্তি তাদের বাড়িতে প্রবেশ করে, তারা তখন তাঁর ঘুমন্ত স্বামীকে ধরে ফেলে এবং অবমাননাকর ভাষা ব্যবহার করে তাকে লাঞ্ছিত করতে শুরু করে।তিনি আরও বলেন যে অভিযুক্ত আবু সামেদ তার স্বামীর ডান বগলের নিচে 'হাঁসুয়া' আঘাত করেছিলেন।তিনি আরও বলেন যে আরেক অভিযুক্ত আব্দুল তার স্বামীর পায়ে আঘাত করে।তিনি উক্ত দুই হামলাকারীকে সংযত করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তারা তাকে মাকে চুপ থাকতে বলে।তিনি আরও বলেছিলেন যে দুষ্কৃতীদের টর্চের আলোর ঝলকানি জায়গাটিকে আলোকিত করেছিল এবং সেই অনুযায়ী তিনি পাঁচজন দুষ্কৃতীকে সনাক্ত করতে পেরেছিলেন।তিনি আরও বলেছিলেন যে সেই সময় হারিকেন ল্যাম্পও জ্বলছিল।তিনি আরও বলেছিলেন যে এরপরে দুষ্কৃতীরা তার একজোড়া মহিষ নিয়ে ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়।প্রতিবাদীর পক্ষ থেকেও তাকে ব্যাপকভাবে জেরা করা হয়।তার জেরা চলাকালীন তিনি প্রতিবাদীরর পক্ষ থেকে তাকে দেওয়া পরামর্শগুলি অস্বীকার করেছিলেন।

10. পিডব্লিউ, ৩ মৃত এবং পিডব্লিউ ২-এর কন্যা।তার প্রধান পরীক্ষার সময় তিনি

বলেছিলেন যে প্রাসঙ্গিক রাতে তিনি ঘরের ভিতরে ঘুমাচ্ছিলেন এবং তার বাবা-মা উক্ত ঘরের সাথে সংযুক্ত 'বারান্দায়' ঘুমাচ্ছিলেন।তিনি বলেছিলেন যে তার ভাই ও বোনেরা তখন কাঁদছিল বলে সে জেগে উঠেছিল, যখন তার বাবা গোঙাছিলেন এবং সেই সময় কিছু লোক তাকে গালিগালাজ করছিল।তিনি বলেছিলেন যে এই ধরনের আওয়াজ শুনে তিনি তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন এবং সেই সময় তাঁর বাম কাঁধে আঘাত করা হয়েছিল।তিনি আরও বলেছিলেন যে সেই সময় তাঁর বাবা ইতিমধ্যে আহত হয়েছিলেন এবং তাঁর মা তাঁর বাবাকে হামলাকারীদের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলেন।তিনি বলেছিলেন যে তিনি হামলাকারীকে নাম দিয়ে চিনতে পারেননি কিন্তু আদালতে তিনি আব্দুল সামেদ শেখ, হাকসুদ্দিন শেখকে চিহ্নিত করেছিলেন হামলাকারী হিসেবে।

11.পিডব্লিউ১১ হলেন ময়নাতদন্তের শল্যচিকিৎসক যিনি ভুক্তভোগীর ময়নাতদন্ত পরিচালনা করেন।তাঁর প্রধান পরীক্ষায় তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিম্নলিখিত আঘাতগুলি লক্ষ্য করেছেনঃ_

১ডান বগল এবং প্যাক্টোরাল অঞ্চলে ৭"x ২" পরিমাপের ফাঁক ক্ষত।

২. সামনে বুকের নিচে "লাকুকটেড" ক্ষত।বিচ্ছেদের সময় ছিদ্রযুক্ত ক্ষত ছিল, ছিদ্রযুক্ত গহ্বরে রক্ত ছিল এবং ডান হাগ (Hug) suptured হয়েছিল।পেটে অর্ধপাচিত চাল ছিল।

"তাঁর মতে ভুক্তভোগীর মৃত্যু হয়েছে, প্রাক-মৃত্যু, আঘাত ও রক্তক্ষরণের কারণে এবং খুনের প্রকৃতির আঘাতের ফলে।"

13. পিডব্লিউ ১০ হলেন রেকর্ডিং অফিসার এবং সেইসাথে প্রথম তদন্তকারী অফিসার যিনি তাঁর প্রধান পরীক্ষায় বলেছিলেন যে তিনি ২৩.০৭.১৯৮৫. তারিখে করিমপুরে ডিউটি অফিসার হিসাবে সকাল ৬টা ৪৫ মিনিটে তাঁর দায়িত্ব পালন করছিলেন এবং সেই সময় পিডব্লিউ ১ (ধনঞ্জয় মণ্ডল) তাঁর কাছে একটি মৌখিক অভিযোগ করেছিলেন যা তাঁর দ্বারা লিখিতভাবে সংক্ষেপিত করা হয়েছিল এবং এর ভিত্তিতে তিনি আনুষ্ঠানিক (Formal) এফআইআর তৈরি করেছিলেন এবং করিমপুর থানার কেস নং১৫ ২৩.০৭.১৯৮৫ তারিখে শুরু হয়।তিনি নিজেই তদন্তের দায়িত্ব নেন এবং প্রকৃত অভিযোগকারীর সঙ্গে করিমপুর গ্রামীণ হাসপাতালে যান।তিনি ভুক্তভোগীর মৃতদেহের তদন্ত করেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন, স্কেচ মানচিত্র প্রস্তুত করেন, রক্তের দাগযুক্ত মাটি সংগ্রহ করেন, মাটির নমুনা বাজেয়াপ্তকরন তালিকার অধীনে রাখেন এবং অভিযোগকারী এবং অন্যান্য সাক্ষীদের পরীক্ষা করেন এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধির 161 ধারার অধীনে তাদের বক্তব্য রেকর্ড করেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বাড়িতে অভিযান চালান এবং কয়েকজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে আদালতে হাজির করতে পারেন।

14. পিডব্লিউ ৯ হলেন দ্বিতীয় তদন্তকারী অফিসার।তাঁর প্রধান পরীক্ষা চলাকালীন তিনি বলেছিলেন যে করিমপুর থানার কেস নং ১৫ যার তারিখ ২৩.০৭.১৯৮৫. তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পরে তিনি নবী মল্লিক নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছিলেন।তিনি জয়দেব

মণ্ডল, ফকির শেখ ও পচা শেখকে পরীক্ষা করেছিলেন এবং তারপরে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৬১ ধারার অধীনে তাদের বিবৃতি রেকর্ড করেন।

তিনি বলেন, তদন্ত শেষ করে তিনি এই মামলায় চার্জশিট জমা দিয়েছেন।

15. আমাদের বিবেচনায় পিডব্লিউ.৪, পিডব্লিউ ৫, পিডব্লিউ ৬, পিডব্লিউ ৭ এবং পিডব্লিউ ৮-এর প্রমাণ খুব বেশি প্রাসঙ্গিক নয় কারণ তারা ঘটনার পরের সাক্ষী এবং তাদের প্রমাণ থেকে এমন কিছু পাওয়া যায়নি যা প্রসিকিউশন বা প্রতিবাদির জন্য সহায়ক হতে পারে।

16.পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২ -এর সাক্ষ্যের যৌথ পর্যালোচনায় আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে পিডব্লিউ১ ভুক্তভোগীর পুত্র এবং পিডব্লিউ২ ভুক্তভোগীর স্ত্রী হওয়ায় বর্তমান আপিলকারীদের অপরাধের পক্ষে যথেষ্ট অনুপ্রেরণামূলক প্রমাণ উপস্থাপন করেছে।আমাদের কাছে মনে হয় যে বর্তমান মামলার প্রাথমিক তথ্য প্রতিবেদনটি ঘটনার কয়েক ঘন্টার মধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে যা মামলার পরিস্থিতিতে অযৌক্তিকভাবে বিলম্বিত হিসাবে বিবেচনা করা যায় না।

আমাদের কাছে আরও প্রতীয়মান হয় যে, এফ আই আর এ প্রদত্ত বক্তব্য আদালতের সামনে পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২-এর দ্বারা কথিত বক্তব্যের মতোই।পিডব্লিউ১ এবং পিডব্লিউ২ এর কেন আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রমাণ পেশ করা উচিত সে বিষয়ে কোনও গ্রহণযোগ্য পরামর্শ দেওয়া হয়নি।এই দুই সাক্ষী প্রকৃত অপরাধীদের পালাতে দেবে এবং তাদের পরিবারে এই ধরনের ট্র্যাজেডির ঘটনার জন্য অপ্রয়োজনীয়ভাবে অন্য কিছু নির্দোষ ব্যক্তিকে জড়িত করবে এমন সম্ভাবনা খুব কম।পি. ডব্লিউ১ এবং পি. ডব্লিউ২-এর প্রমাণ থেকে স্বীকার করা যায় যে, পি. ডব্লিউ ১ এবং পি. ডব্লিউ ২ এর পরিবারের সদস্যদের এবং বর্তমান আপিলকারী আব্দুল শেখ এর মধ্যে বর্তমান আপিলকারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়কে হত্যার দায়ে ভুক্তভোগীর গ্রেপ্তারের বিষয়ে শত্রুতা এবং/অথবা চাপের সম্পর্ক ছিল কিন্তু পিডব্লিউ ১ এবং পিডব্লিউ ২-এর জেরা চলাকালীন কিছুই পাওয়া যায়নি যে এই ধরনের পারিবারিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তারা অপ্রয়োজনীয়ভাবে বর্তমান আপিলকারীকে জড়িত করেছে এবং প্রকৃত অপরাধীদের পর্দার বাইরে থাকার অনুমতি দিয়েছে।পি. ডব্লিউ ১ এবং পি. ডব্লিউ ২-এর প্রমাণ পর্যালোচনার পর এই আদালতে প্রতীয়মান হয় যে, ময়নাতদন্তের শল্যচিকিৎসক পি,ডবলু ১১. দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণ থেকে তাদের ধারাবাহিক প্রমাণও যথাযথ সমর্থন পায়।

17.বেশ কয়েকবার প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্যের নির্ভরযোগ্যতা সুপ্রিম কোর্টের পাশাপাশি বিভিন্ন হাইকোর্টের বিবেচনার জন্য উঠে এসেছে।এবং এটি ধারাবাহিকভাবে বলা হয়েছে যে প্রত্যক্ষদর্শীরা মৃত ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত হলেও, নির্ভরযোগ্য এবং বিশ্বাসযোগ্য বলে প্রমাণিত হলে তার প্রমাণ গ্রহণ করতে হবে কারণ তিনি সত্যিকার অর্থে প্রকৃত অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে আগ্রহী হবেন।

(২০০৮) ১৬ এস. সি. সি ৬৪৮-এ রিপোর্ট করা ইন্দ্র পাল সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য সরকার-এর মামলার সিদ্ধান্তেও একই দৃষ্টিভঙ্গি নেওয়া হয়েছিলঃ(এ. আই. আর ২০০৯ এস. **সি ৯৫৮)।**

18.এই মুহূর্তে এই আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭, ১৪৮ এবং ১৪৯ ধারার অধিনে ট্রায়াল কোর্টে সরকার পক্ষ অভিযোগ প্রমাণ করতে কতটা সফল তা দেখার প্রস্তাব দিয়েছে। সরকার পক্ষের সাক্ষীদের আরও সুনির্দিষ্টভাবে পিডব্লিউ ১ এবং পিডব্লিউ ২-এর প্রমাণ পর্যবেক্ষণে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় যে, এটি ছিল তাদের চূড়ান্ত প্রমাণ যে, দুর্ভাগ্যজনক রাতে 12টার নাগাদ বর্তমান আপিলকারী সহ কমপক্ষে ২৫ জন ব্যক্তি একটি বেআইনি সমাবেশ গঠন করে এবং তাদের সাধারণ উদ্দেশ্য অনুযায়ী 'হানসুয়া'-র মতো মারাত্মক অস্ত্র দিয়ে ভুক্তভোগী এবং তার পরিবারের সদস্যদের উপর সহিংসতা চালায় এবং এইভাবে ভুক্তভোগীর মৃত্যু ঘটায়, যিনি পিডব্লিউ ১ -এর পিতা এবং পিডব্লিউ ২-এর স্বামী।

দয়া কিষাণ বনাম হরিয়ানা রাজ্য এর মামলা (২০১০) ২ সি আর সি এল আর (এসসি) -এ রিপোর্ট কৃত সিদ্ধান্ত হলঃ(এ. আই. আর. অনলাইন ২০১০ এস. সি ৪৬১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারার অধীনে একটি মামলা পরিচালনা করার সময় সুপ্রিম কোর্ট নিম্নলিখিত দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেঃ_

"ধারা ১৪৯-এর দুটি প্রয়োজনীয় উপাদান রয়েছে। (১) বেআইনি সমাবেশের কোনও সদস্যের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হওয়া এবং (২) এই ধরনের অপরাধ অবশ্যই সেই সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্যের অনুযায়ী জন্য করা হয়েছে বা অবশ্যই এমন হতে হবে যা সেই সমাবেশের সদস্যরা সম্ভবত করেছেন বলে জানা যেত।

একবার আদালত জানতে পারে যে এই দুটি উপাদান পূরণ হয়েছে, প্রতিটি ব্যক্তি, যিনি সেই অপরাধ করার সময় সেই সমাবেশের সদস্য ছিলেন, তাকে সেই অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করতে হবে।

19. মাননীয় ট্রায়াল কোর্টের সামনে সরকার পক্ষের সাক্ষীদের দ্বারা উপস্থাপিত প্রমাণগুলি পর্যালোচনার পরে আমাদের কাছে মনে হয় যে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৪৭ , ১৪৮ এবং ১৪৯ ধারার সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান বর্তমান আপিলকারীদের বিরুদ্ধে প্রমাণিত হয়েছে এবং এইভাবে এই আদালত বলে যে মাননীয় ট্রায়াল কোর্ট বর্তমান আপিলকারীদের উপরে উল্লিখিত অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

20. এই পরিপ্রেক্ষিতে, বর্তমান আবেদনটি ব্যর্থ হয়।ডিসেম্বর ১৯৯১ এর দায়রা মামলা নং ১১ থেকে উদ্‌ভুত আগস্ট ১৯৯২ এর এস টি নং ৩ মামলায় মাননীয় অতিরিক্ত সেশন বিচারক , নদীয়া কর্তৃক ২৭.১১.১৯৯২ তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এখানে নিশ্চিত করা হয়েছে।

21. বর্তমান আপিলকারী আব্দুল শেখ এবং আবু সামেদ @আবু সামাদের জামিনের বন্ড বাতিল করা হয়েছে।

22. যেহেতু বর্তমান আপিলকারীরা অর্থাৎ রুহুল শেখ-এর পুত্র আব্দুল শেখ এবং মৃত সাবের শেখ-এর পুত্র আবু সামেদ @আবু সামাদ যারা নদীয়া জেলার করিমপুরের বেনিয়াকান্দি এলাকার বাসিন্দা এই আদালতের আদেশে দুজনই জামিনে রয়েছেন, তাঁদের এই আদেশ প্রদানের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে মাননীয় বিচার আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যাতে তাঁদের সাজার অবশিষ্ট অংশ ভোগ করতে হয়, যা ব্যর্থ হলে মাননীয় বিচার আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করবে।

23. এলসিআর সহ এই রায়ের একটি অনুলিপি অবিলম্বে পাঠানো হোক।

24. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত নকল , যদি আবেদন করা হয়, তা স্বাভাবিক নিয়মকানুন পূরণের পর সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলিকে দেওয়া হবে।

আমি সম্মত।

আপিল খারিজ করা হল।